দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৯

অনুসন্ধান

কি ঘটেছে ইডেন কলেজে?

।। শিশির শীল ।।

প্রচন্ড বাধাকে উপেক্ষা করে ইডেন কলেজের প্রতিবাদী ছাত্রীরা গত ৩রা সেপ্টেম্বর ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট ইডেন কলেজ শাখা একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করে। শুরু থেকেই কলেজ অধ্যক্ষা নির্মূল কমিটি গঠনে উদ্যোক্তা ছাত্রীদের কলেজ চত্বরে নির্মূল কমিটির সভা-সমাবেশের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এমনকি শহীদ জননী জাহানারা ইমাম যাতে কলেজ চত্বরে না ঢুকতে পারেন সে বিষয়েও তিনি তার চেষ্টার একটুও গাফিলতি করেননি।

কলেজ অধ্যক্ষার এ আচরণে ইডেন কলেজের সাধারণ ছাত্রীদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ইডেন কলেজ চত্বরে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে নির্মূল কমিটির বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ১৩ই সেপ্টেম্বর।

১৫ই সেপ্টেম্বর প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত নির্মূল কমিটি মহিলা শাখা আয়োজিত নারী সমাবেশে যোগ দিতে মিছিল নিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ইডেন কলেজের ছাত্রীরা। এ সময় ছাত্রদলের কতিপয় ছাত্রীকর্মী কলেজে নির্মূল কমিটির মিছিলে হামলা চালিয়ে ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে এবং কয়েকজন মেয়েকে মারধর করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এরই প্রতিবাদে ১৬ই সেপ্টেম্বর সকালে ইডেন কলেজ নির্মূল কমিটির কর্মীরা কলেজে প্রতিবাদ সভা করে। সভাশেষে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে ছাত্রীরা যখন কলেজ অধ্যক্ষাকে স্মারকলিপি দেয়ার জন্য প্রশাসনিক ভবনের সামনের আসে, তখনই তাদের ওপর ছাত্রদলের কিছু কর্মী হামলা করে বলে নির্মূল কমিটি অভিযোগ করে। এরপর উভয়পক্ষের ছাত্রীদের মধ্যে হাতাহাতি হয়, সংঘর্ষ বাধে। ইডেন কলেজ ছাত্রদল এদিনের এ ঘটনার দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে তা ছাত্রলীগের (ম-ই) ওপর চাপিয়েছে। ঐদিন রাতে ছাত্রদলের কিছু ছাত্রী নির্মূল কমিটির ছাত্রীদের আবাসিক কক্ষেও হামলা চালায় এবং তাদেরকে কলেজ থেকে বের করে দেয়। এরপর থেকে নির্মূল কমিটির কলেজ শাখার কোন কর্মীই কলেজে ঢুকতে পারছে না ছাত্রদলের মেয়েদের বাধার মুখে। এরই মাঝে ১৯শে সেপ্টেম্বর ইসরাত জাহান বীথি নামে একজন স্নাতক পরীক্ষার্থী গার্হস্থ্য অর্থনীতির প্রাকটিক্যাল খাতা সই করাতে কলেজে আসে। তাকে ছাত্রদলের মেয়েরা হোস্টেলের ভেতরে নিয়ে গিয়ে মারপিট করে। তার ব্যাগে ছোরা ঢুকিয়ে দিয়ে পুলিশের হাতে দিয়ে দেয়া হয়। পুলিশও ঘটনার প্রকৃত সত্যতা যাচাই না করে জোর করে ছোরা হাতে দিয়ে বীথির ছবি তোলে এবং দেশের প্রত্যেকটি জাতীয় দৈনিক অফিসে বীথির ওই ছবি পাঠায়। ইডেন কলেজে উদ্ভূত এ পরিস্থিতির অবসান হয়নি।

সম্প্রতি ইডেন কলেজে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী ঘটনা সম্পর্কে 'সংবাদ'-এর পক্ষ থেকে কলেজ অধ্যক্ষা, কলেজ ছাত্রী সংসদের ভিপি, নির্মূল কমিটি কলেজ শাখার আহ্বায়িকা, নির্মম বর্বরতার শিকার বীথিসহ কয়েকজনের মতামত নেয়া হয়।

কলেজ অধ্যক্ষা ছাড়া বাকি সবার কথার সারবস্তু হলো, কলেজ অধ্যক্ষার কারণেই পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসেছে। এমনকি কলেজ সংসদের ভিপি হেলেনও স্বীকার করেছেন যে, ১৫ই আগস্ট ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের (ম-ই) দু'টি অনুষ্ঠান চলাকালে দু'টি সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে যে সামান্য অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে সে সময়ই যদি কলেজ অধ্যক্ষা উদ্যোগী হতেন এ বিষয়টার মীমাংসার জন্যে, তাহলে পরিস্থিতি এতদূর গড়াত না।

খালেদা জিয়াকেও সমাবেশ করার অনুমতি দেব নাঃ অধ্যক্ষা

ইডেন কলেজ অধ্যক্ষা জাহান আরা বেগম বলেন, আমার কাছে নির্মূল কমিটির মেয়েরা যখন এসে বলে, আমরা কলেজে নির্মূল কমিটির একটা সমাবেশ করব তখন আমি তাদেরকে বললাম এটা কি মুক্তাঙ্গন বা পল্টন ময়দান পেয়েছ?

কলেজ অধ্যক্ষা বলেন, আমি সরকারী কর্মকর্তা। সে কারণে আমি এরশাদের সময় এরশাদ ছিলাম, জিয়ার সময় জিয়া ছিলাম, খালেদার সময় খালেদা থাকব। এক পর্যায়ে কথা প্রসঙ্গে বলেই বসলেন, কলেজ সংসদ নির্বাচনের নির্ধারিত সময় ছাড়া খালেদা জিয়াও যদি এসে কলেজের ভেতরে সমাবেশ করার অনুমতি চান তাও আমি দেব না।

নির্মূল কমিটির সঙ্গে জড়িত মেয়েরা কলেজে ঢুকতে পারছে না - এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সাংবাদিক সম্মেলন করে তারা আমার পদত্যাগ দাবি করতে পারলে সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি? তাছাড়া যেসব মেয়ে মার খেয়েছে তারাও তো সবসময় ঘোরাফেরা করছে পুলিশের সামনে। যেহেতু ছাত্রদলের মেয়েরা মার খেয়েছে, সেখানে তাদের সেন্টিমেন্টকে আমি কি করে ঠেকাব?

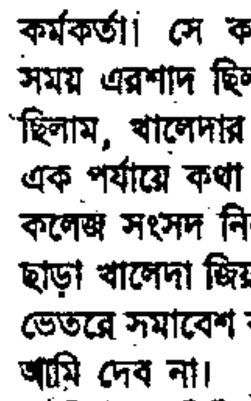

অধ্যক্ষার নিষেধাজ্ঞায় সাধারণ ছাত্রীরা ক্ষুব্ধঃ রিনা

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ইডেন কলেজ শাখার আহ্বায়িকা রিফাত পারভীন রীনা পুরো ঘটনার জন্য কলেজ অধ্যক্ষা ও ছাত্রদলের কয়েকজন ছাত্রীকর্মীকে দায়ী করেন।

তিনি বলেন, সাধারণ ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্মূল কমিটির মিছিল-সমাবেশে যোগ দিয়েছে। এক্ষেত্রে কলেজ অধ্যক্ষা কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় সাধারণ ছাত্রীদের মাঝে আরো ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ছাত্রদলের মেয়েরা নির্মূল কমিটির ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা ও মিছিলে হামলা করার সাহস পেয়েছে কলেজ অধ্যক্ষার আচরণের কারণে।

অধ্যক্ষা উদ্যোগ নিলে এমন অবস্থা হতোনাঃ হেলেন

কলেজ ছাত্রী সংসদের ভিপি হেলেন জেরিন খান বলেন, এরকম একটা ঘটনার সম্মুখীন হব তা আমরা বুঝতে পারিনি। গত ১৫ই আগস্ট আমাদের কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের পৃথক দু'টি অনুষ্ঠান চলাকালে যে সামান্য অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে সে সময়ই যদি অধ্যক্ষা আপা উদ্যোগ নিতেন তাহলে বর্তমানের এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।

হেলেন বলেন, আমরা কেন নির্মূল কমিটিকে সমাবেশ-মিছিল করতে বাধা দেব? বরং গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তাদের সমাবেশ দাঁড়িয়ে শুনেছি।

হেলেন ১৬ই সেপ্টেম্বর ইডেন কলেজের ঘটনা সম্পর্কে বলেন, বদরুন্নেসা কলেজের কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী আমাদের কলেজে এসে ছাত্রদলের কর্মীদের মারধর করে। এতে ছাত্রদলের ৪ জন মেয়ে আহত হয়।

হেলেন জানান, আমরা অধ্যক্ষা আপাকে বলেছি পুরো ঘটনার অবসানের মধ্য দিয়ে কলেজে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে।

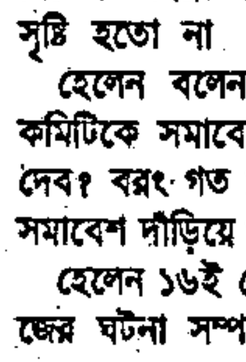

ছাত্রদলের মেয়েরা আমার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে ঃবীথি

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এম, এ সাত্তার চৌধুরীর কন্যা ইসমত জাহান বীথি ইডেন কলেজের একজন ছাত্রী। সে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কলেজে গিয়েছিল তার গার্হস্থ্য অর্থনীতির প্রাকটিক্যাল খাতা সই করাতে।

বীথি জানায়, এক বন্ধুর জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম কলেজের ভেতরে। এ সময় ছাত্রদলের ৭/৮ জন মেয়ে আমাকে ঘিরে ফেলে। প্রথমে নতুন হোস্টেলে ও পরে পুরনো হোস্টেলের ভেতরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন চালায় তারা।

এ সময় ছাত্রদলের কয়েকজন মেয়ে আমার ব্যাগ নিয়ে হোস্টেলের একটি রুমে চলে যায়। এক সময় ভিপি হেলেন আমাকে অধ্যক্ষা আপার কাছে নিয়ে যায়। অধ্যক্ষাকে হেলেন বলে আমার ব্যাগে তারা ছোরা পেয়েছে।

এ জায়গায় যখন আমি আমার ব্যাগ চাইলাম তখন আমার ব্যাগ তারা দিয়ে দিল এবং আমি দেখি আমার ব্যাগের ৪শ' ৯০ টাকা ও হাতঘড়ি তারা নিয়ে নিয়েছে।

আমাকে এরপর ডিবি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে প্রথমে সাধারণভাবে আমার ছবি তোলা হয়। পরে ডিবি পুলিশ জোর করে আমার হাতে ছোরা দিয়ে ছবি তোলে এবং বলে যে, এ ছবি প্রকাশ পাবে না। শুধু কোর্টের জন্য লাগতে পারে। এখনো অসুস্থ বীথি এই সব কথা বলার সময় তার চাপা কান্না বেরিয়ে আসছিল।